পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৮৪

(সর্বশেষ সংশোধন, ১৯৯১)

বিবাহ সম্পর্কিত পারিবারিক বিবাদ এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিরোধগুলির আপস আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে পারিবারিক আদালত স্থাপনের জন্য এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। সাধারণতঃ মহিলারাই বিবাহ সংক্রান্ত ও পারিবারিক বিরোধের প্রধান শিকার। এই সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতনের হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, অন্যান্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ও মহিলাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পারিবারিক আদালত স্থাপনের জন্য দাবী জানিয়ে আসছিলেন। 'আইন কমিশনের' সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালে পারিবারিক আদালত আইন পাশ হয়। সাধারণ দেওয়ানী বিধি থেকে এই আদালতের কার্যবিধি কিছুটা আলাদা। এই আইনের সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে ১৯৯১ সালে।

জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।

পারিবারিক আদালত স্থাপন

এই আইনে পারিবারিক আদালতের যে এক্তিয়ার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা প্রযোগের জন্য রাজ্য সরকার হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে---

(ক) রাজ্যের যে সব শহরে জনসংখ্যা দশ লক্ষের বেশি তার প্রত্যেকটিতে একটি করে পারিবারিক আদালত স্থাপন করবেন,

(খ) রাজ্যের অন্যান্য অংশেও প্রয়োজন বোধ করলে পারিবারিক আদালত স্থাপন করবেন। রাজ্যসরকার হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে পারিবারিক আদালতের সীমানা নির্দিষ্ট করবেন। অথবা তা কমাতে, বাড়াতে বা পরিবর্তন করতে পারবেন।

বিচারক নিয়োগ

হাইকোর্টের সম্মতিক্রমে রাজ্য সরকার পারিবারিক আদালতে এক বা একাধিক বিচারক নিয়োগ করবেন। একাধিক বিচারক থাকলে হাইকোর্টের সম্মতিতে রাজ্য সরকার একজনকে মুখ্য বিচারক ও অপর একজনকে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারক হিসাবে নিযোগ করবেন। মুখ্য বিচারক আদালতের কার্যাবলী অন্যান্য বিচারকদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। বিচারকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারক তাঁর কাজ চালাবেন।

বিচারকের যোগ্যতা

(ক) অন্ততঃ সাতবছর কোন বিচারবিভাগীয় পদে যুক্ত, অথবা কোন ট্রাইবুনালের সদস্য, অথবা কেন্দ্র বা রাজ্যের অধীনে এমন কোন পদে নিযুক্ত যেখানে আইনের বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন; অথবা

(খ) এক বা একাধিক হাইকোর্টে অন্ততঃ সাতবছর ওকালতি করেছেন, অথবা

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে পারিবারিক আদালতে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

(ঘ) বিচারক নিয়োগকালে দেখতে হবে সামাজিক বিবাহ প্রথাকে সুপ্রচলিত রাখা ও স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য ও শিশুদের কল্যাণে তিনি যথেষ্ট দায়িত্ববান এবং আপস রফা, পরামর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক বিরোধের মীমাংসায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিশেষ দক্ষতা আছে।

(ঙ) বিচারক নিয়োগে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(চ) ৬২ বছর বয়সের পর আর পারিবারিক আদালতের বিচারক হওয়া যাবে না।

(ছ) বিচারকের মাহিনা অথবা সাম্মানিক দক্ষিণা ও অন্যান্য ভাতা হাইকোর্টের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য সরকার স্থির করবেন।

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুষঙ্গী করা

উপরোক্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন। সেই নিয়মাবলীতে বিনির্দিষ্ট প্রণালীতে, উদ্দেশ্যে ও শর্তাধীনে সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পারিবারিক আদালতের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। অথবা ঐ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কোন প্রতিনিধিকে অথবা পেশাগতভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে পারিবারিক আদালতের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির সান্নিধ্যে পারিবারিক আদালত আরো বেশি কার্যকরীভাবে নিজের ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদি এই আইনের প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে তেমন কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিদের যুক্ত করা যাবে।

হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্যসরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বিভিন্ন ধরণের পরামর্শদাতা ও আধিকারিক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের কাজ করার শর্তাবলী প্রণয়ন করতে পারেন।

পারিবারিক আদালতের ক্ষমতা

বিবাহ বা পারিবারিক বিরোধ সম্পর্কিত কোন মামলায় কোন জেলা কোর্ট অথবা তার অধীন যে কোন নিম্ন আদালতের যে সকল এক্তিয়ার রয়েছে, এই আইনের অধীনে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে পারিবারিক আদালতেরও সেই এক্তিয়ার আছে। মামলাগুলি নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত হতে হবে ঃ

(ক) কোন বিবাহের উভয়পক্ষের মধ্যে বিবাহ বাতিল (আইনগতভাবে বিবাহকে বাতিল ঘোষণা), অথবা দাম্পত্যসম্পর্ক পুনঃস্থাপন, অথবা আদালতের আদেশে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা বিবাহ সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া সম্পর্কিত মামলা;

(খ) কোন বিবাহ বৈধ ঘোষণা অথবা কোন ব্যক্তির বিবাহ সম্পর্কিত অবস্থান ঘোষণা সংক্রান্ত মামলা;

(গ) বিবাহের উভয়পক্ষের অথবা যে কোন এক পক্ষের সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;

(ঘ) বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত কোন অবস্থা সম্পর্কে আদেশ বা স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত মামলা;

(ঙ) কোন ব্যক্তির জন্মের বৈধতা ঘোষণা সংক্রান্ত মামলা;

(চ) ভরণ পোষণ সংক্রান্ত মামলা;

(ছ) কোন ব্যক্তির অভিভাবকত্ব অথবা কোন নাবালকের হেফাজত বা তার কাছে যাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত মামলা।

ফৌজদারী দন্ডসংহিতার (১৯৭৩), নবম অধ্যায় (স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত আদেশ) অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যে ক্ষমতা ভোগ করেন পারিবারিক আদালত সেই ক্ষমতা ভোগ করবে।

অন্য কোন আইন অনুযায়ী কোন ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হলে সেই ক্ষমতাও পারিবারিক আদালত ভোগ করবে। অবশ্য মামলার উভয়পক্ষের পারিবারিক আদালতের বাইরে অন্য আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না।

পারিবারিক আদালতের কাজ

- প্রত্যেক মামলায় প্রথমে পারিবারিক আদালত মামলার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিচার করে উভয় পক্ষকে একটা সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছতে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করবে। এই ক্ষেত্রে পারিবারিক আদালত হাইকোর্টের তৈরী বিধি অনুসরণ করতে পারে।
- যদি কোন মামলায় পারিবারিক আদালতের মনে হয় উভয় পক্ষের মধ্যে সমাধানে পৌঁছবার কোন যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা আছে, তাহলে আদালত সেই মামলা চালানো সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিতে পারে যাতে সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টা করা যায়।
- এই আইনের অধীনে কোন মামলায় দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার (১৯০৮) ধারাগুলি প্রযোজ্য হলে পারিবারিক আদালত দেওয়ানী আদালত হিসাবে কাজ করবে এবং ফৌজদারী দন্ড সংহিতার (১৯৭৩) বিধি ও সংবিধি প্রযোজ্য হলে তার নবম অধ্যায় অনুযায়ী পারিবারিক আদালত কাজ করবে।
- প্রয়োজনে পারিবারিক আদালত সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নিজস্ব বিধি তৈরী করতে পারে।
- পারিবারিক আদালত মনে করলে অথবা যে কোনও পক্ষ চাইলে যে কোন মামলার শুনানী গোপনে (রুদ্ধদ্বার কক্ষে) হতে পারে।

- প্রত্যেক মামলায় পারিবারিক আদালত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (মহিলা হলে ভাল হয়) যিনি কোন পক্ষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে বা না হতে পারেন এবং পরিবারকল্যাণে পেশাগতভাবে নিযুক্ত একজন ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- মামলার কোন পক্ষ পারিবারিক আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হতে পারবেন না, যদি না আদালত মনে করে ন্যায়ের জন্য আদালতবান্ধব হিসাবে কোন আইনজ্ঞের সাহায্য দরকার।
- বিচারকালে মৌখিক সাক্ষ্য বিশদে রেকর্ড করার প্রয়োজন নেই। তবে বিচারক প্রতিটি সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচার করে তার সারমর্ম রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করবেন যেটি সাক্ষী সই করবেন।
- ফৌজদারী দন্ডসংহিতার (১৯৭৩) নবম অধ্যায় ছাড়া এই আইনের অধীনে যে কোন মামলায় পারিবারিক আদালতের ডিক্রি বা আদেশ দেওয়ানী কোর্টের ডিক্রি বা আদেশের মতই সমানভাবে মান্যতা পাবে এবং একইভাবে প্রযুক্ত হবে।
- দন্ডসংহিতার (১৯৭৩) নবম অধ্যায় অনুযায়ী পারিবারিক আদালত কোন আদেশ দিলে ঐ আদেশ একই ভাবে প্রযুক্ত হবে।
- কোন পারিবারিক আদালত কোন আদেশ দিলে ঐ আদালত নিজেই তা কার্যকর করতে পারে অথবা অন্য কোন পারিবারিক আদালত বা দেওয়ানী আদালতে ঐ মামলা পাঠানো হলে ঐ আদালত ঐ আদেশ কার্যকর করতে পারে।
- আদেশ দেওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে পারিবারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দুই বা তার বেশি বিচারকের ডিভিশন বেঞ্চ এই আপিল শুনবেন।